Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ মশিউর রহমান

রোলঃ ২২৭০১২০২৫

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ মশিউর রহমান

রোলঃ ২২৭০১২০২৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রোজার গুরুত্ব ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ মশিউর রহমান, আইডিঃ ২২৭০১২০২৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজার গুরুত্ব ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোঃ মশিউর রহমান

আইডিঃ ২২৭০১২০২৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত 5

রোজা কি, রোজার আলোচ্য বিষয়: 5

রোজার উদ্দেশ্য 9

প্রকৃত রোজা 11

রোজার ফযীলত 11

চাঁদ দেখা নির্দেশাবলী 13

রোজার প্রকারভেদ ও তার হুকুম 16

রোজার শর্তাবলী 18

রোজার সুন্নাত ও মুস্তাহাব 22

কি কি কারণে রোজা নষ্ট হয় 23

দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস 24

সাহরির শেষ সময় জেনেও যারা পানাহার করে: 25

যেসব ব্যাপারে শুধু রোজা কাজা করতে হবে: 26

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না: 28

যেসব জিনিসে রোজা মাকরুহ হয় 28

যেসব জিনিসে রোজা মাকরুহ হয় না 30

সাহরি ও ইফতার 32

সাহরি বিলম্বে করা 33

ইফতার তাড়াতাড়ি করা 33

কোন জিনিস দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব 34

রোজা সংক্রান্ত আধুনিক মাসায়েল 35

ইফতার করাবার সওয়াব 37

যেসব ওজরের কারণে রোজা না রাখার অনুমতি আছে.. 38

ইত্তেকাফ... 40

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

রোজা কি, রোজার আলোচ্য বিষয়:

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভের নাম রোজা। ইসলামী শরীয়তে কিছু রোজা বাধ্যতামূলক এবং কিছু রোজা বাধ্যতামূলক নয়। রমজানের রোজা প্রাপ্তবয়স্ক সকল মুসলিম নর নারীর উপর ফরজ।

রমজান হলো ইসলামী বর্ষপঞ্জির নবম মাস এই মাস পুরোটা জুড়ে রোজা রাখতে হয়। রোজা হল ঢাল স্বরূপ পাপ থেকে বেঁচে থাকার খুবই কার্যকরী একটি আমলের নাম রোজা। রোজা মানুষকে জাহান্নাম থেকেও বাঁচাবে। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ বলেন, রমজান হলো এমন একটি মহিমান্বিত মাস, এই মাসে মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে। সূরা কদরে আল্লাহ বলেন, রমজানে কদর নামে একটি আয়াত রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। রোজার আরবি শব্দ সাওম বা সিয়াম বলে, আভিধানিক অর্থ কোন কিছু থেকে বিরত থাকা, কঠোর সাধনা করা, অবিরাম প্রচেষ্টা চেষ্টা, আত্ম সংযম।

পরিভাষায় সাওম বলা হয় প্রত্যেক সজ্ঞান বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবাহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা -পিনা ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকা। নির্দিষ্ট শর্তাবলীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোজা। সুতরাং রমজান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ মুকিম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েজ নেফাসমুক্ত প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ। রমজানের মহত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে হাদীস :নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম রমজানের মুহূর্ত ও ফজিলত বয়ান করতে গিয়ে বলেন, যখন রমজানের প্রথম রাত আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিন গুলোকে শৃংখল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং দোযখের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার কোন একটি দরজাও খোলা রাখা হয় না। জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়। তারপর আল্লাহর একজন আহবানকারী বলতে থাকে যারা মঙ্গল ও কল্যাণ চাও তারা সামনে অগ্রসর হও। যারা বদ কাম পাপাচার করতে চাও তারা থামো। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক না -ফরমান বান্দাকে দোযখ থেকে রেহাই দেয়া হয়। আর এ কাজ রমজানের প্রত্যেক রাতেই করা হয়।-(তিরমিজি, ইবনে মাজাহ) এ এমন একটি মাস যে মাসে মু,মিনদের রুজি বৃদ্ধি করা হয়।-(

মিশকাত) রমজান সকল মাসের সর্দার। -(ইলমুল ফিকাহ) এ মাসের প্রথম অংশ রহমত, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাত,তৃতীয় এবং শেষ অংশ জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই ও মুক্তি।-(মিশকাত) এ মাসে যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপন ইচ্ছায় কোন নফল নেকি করবে সে অন্যান্য মাসের ফরজ ইবাদতের সমান সওয়াব পাবে। আর যে একটি ফরজ আদায় করবে সে অন্যান্য মাসের ৭০ টি ফরজের সমান সওয়াবের হকদার হবে। -(মিশকাত)

ইতিহাসে রমজানের মহত্ব ও গুরুত্ব:ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে হক ও বাতিলের প্রথম সিদ্ধান্তকর যুদ্ধ (বদর) এ মাসে হয়েছিল এবং হককে বাতিল থেকে আলাদা করে দেয়ার যে দিনকে কুরআনে ইয়াওমুল ফুরকান বলা হয়েছে তা ছিল এ মাসেই একটি দিন। এই দিনেই হকের প্রথম বিজয় সুচিত হয় এবং বাতিল পরাজিত হয়। ইতিহাস একথাও বলে যে, এ মাসেই মক্কা বিজয় হয়। এসব তথ্য সামনে রেখে চিন্তা -ভাবনা করুন _—তাহলে উপলব্ধি করবেন-

০ হকের হেদায়াত এ মাসেই নাযিল হয়।

০ ইসলামের প্রাথমিক বিজয় এ মাসেই হয়।

০ ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয় এ মাসেই হয়।

এসব সত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য রমজান পূর্তি বছর আসে শরীয়ত এ মাসে রোজা ফরজ করেছে রাতের নামাজ ও তেলাওয়াতে কুরআনের ব্যবস্থা করেছে যাতে করে মু,মিনের মধ্যে জিহাদের প্রাণশক্তি নিষ্প্রাণ না হয়ে পড়ে এবং বছরে অন্তত একবার রমজান মাসে কুরআন শুনে বা পড়ে আপন পদমর্যাদা ও দায়িত্বপূর্ণ অনুভূতি সহকারে মনের মধ্যে তরজমা করতে পারে।কুরআনের নাযিল হওয়া, তার অধ্যায়ন এবং রোজার মুজাহিদ সুলভ তোর বিয়েতে এজন্য যে ইসলামের সন্তানগণ দ্বীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই জীবিত রয়েছে এবং কখনো যেন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে গাফেল না হয়।

রোজা ফরজ হওয়ার হুকুম:

হিজরতের দেড় বছর পর রমজানের রোজা মুসলমানদের উপর ফরজ করা হয়।

রোজার ইতিহাসের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এটি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন এবাদত। হযরত আদম আঃ থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীর উম্মতের জন্য রোজা ফরজ ছিল।

হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হলো রোজা ফরজ আইন যেটা অস্বীকার করবে সে কাফের এবং বিনা ওজরে যে রাখবে না সে ফাসেক ও কঠিন গুনাগার।

রোজার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের জন্য আল্লাহ তায়ালা এ মাস কে নির্ধারিত করেছেন এবং গোটা মাসের রোজা মুসলমানদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। উম্মতে মোহাম্মদ এর উপর প্রতিবছর পূর্ণ এক মাস তথা রমজান মাসে রোজা ফরজ করা হয়েছে এজন্য এ উম্মতের দাসত্ব ও তাকওয়া পূর্ণ জীবন গঠনের জন্য একটি সাধারণ সিলেবাস। আর চিন্তাশীল যে কেউ এ বিষয়ে উপলব্ধি করতে পারবে রোজা রাখার মাধ্যমে কিভাবে তাকওয়া সৃষ্টি হয়

রোজার গুরুত্ব:

কুরআন এ সাক্ষ্য দেয় যে সকল আসমানী শরীয়াতের অধীন রোজা ফরজ ছিল এবং প্রত্যেক উম্মতের ইবাদতের মধ্যে তা ছিল একটি অপরিহার্য অংশ।

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَا مُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকেদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"
(সূরা আল বাকারা আয়াত 183)

যেমন রোজা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পরবর্তী লোকদের উপরে

এবার শুধু একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার জন্য নয়, বরঞ্চ এ গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি তুলে ধরার জন্য যে, মানুষের প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধির সাথে রোজার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাজকিয়ায়ে নফসে তার একটা স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে।

বরঞ্চ এমন মনে হয় যে তোর বিয়ে ও তাজকিয়ার প্রক্রিয়া ছাড়া তা পূর্ণই হতে পারে না। অন্য কোন এবাদত তার বিকল্প হতেই পারে না। এজন্যই রোজা সকল নবীগণের শরীয়তে ফরজ ছিল।

রোজার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে নবী সাঃ বলেন যে ব্যক্তি শরয়ী ওজর অথবা রোগ ছাড়া রমজানের একটি রোজা ছেড়ে দেবে সে যদি সারা জীবন ধরে রোজা রাখে তবুও তার ক্ষতিপূরণ হবে না।
- (আহমেদ তিরমিজি, আবু দাউদ)

- অর্থাৎ রমজানের রোজার মহত্ব, কল্যাণ, বরকত ও গুরুত্ব এই যে, যদি কোন উদাসীন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন রোজা নষ্ট করে বা না রাখে তার ফলে তার যে ক্ষতি হলো তা জীবনব্যাপী রোজা রাখলেও তার ক্ষতিপূরণ হবে না, তবে তার আইনগত কাযা হতে পারে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ مُطَرِّفًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ يَسْقِيهِ قَالَ مُطَرِّفٌ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْقِتَالِ».

ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ যুদ্ধের মাঠে ঢাল যেমন তোমাদের রক্ষাকারী, সিয়ামও তদ্রূপ জাহান্নাম থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ -(ইবনে মাজহা)

حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত:
রমজান মাস শুরু হলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হলো সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। কেবল বঞ্চিত ব্যক্তিরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়। -(ইবনে মাজহা)

রোজার উদ্দেশ্য

রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া পয়দা করা: যাতে করে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া পয়দা হতে পারে তাকওয়া আসলে এমন এক সম্পদ যা আল্লাহর মহব্বত ও ভয় থেকে পয়দা হয়

আল্লাহর সত্তার উপর ঈমান উপর তার গুনাবলী দয়া অনুগ্রহের গভীর অনুভূতি থেকে মহাব্বতের প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং তার অন্য গুন রাগ ক্ষোভ ও শাস্তি দানের ক্ষমতার ধারণা বিশ্বাস থেকে ভয়ের অনুভূতি জাগ্রত হয়। মহাব্বত ও ভয়ের এ মানসিক অবস্থার নাম তাকওয়া যা সকল নেক কাজের উৎস এবং সকল পাপ কাজ থেকে বাঁচার সত্যিকার উপায়।

রোজা আল্লাহর সত্তার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তার অনুগ্রহ ও অসন্তোষের গভীর অনুভূতির সৃষ্টি করে সারাদিন ক্রমাগত কয়েক ঘন্টা ধরে প্রবৃত্তির একেবারে মৌলিক ও প্রয়োজনীয় দাবি পূরণ থেকে বিরত থাকার কারণে মানুষের উপর এই প্রভাব পড়ে যায় সে চরম অক্ষম, অসহায় ও মুখাপেক্ষী হয়। সে জীবনের প্রতিমুহূর্তের জন্য আল্লাহর রহম ও করমের ভিখারী হয়। তারপর সে যখন তার জীবনকে আল্লাহর নিয়ামতে সমৃদ্ধ দেখতে পায়, তখন সে আল্লাহর মহব্বতের আবেগ উচ্ছ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয় এবং আন্তরিক আগ্রহ সহকারে আল্লাহর আনুগত্য বন্দেগীতে তৎপর হয়। তখন সে নিভৃতে তারপর যৌন বাসনাকে সংযুক্ত করে রাখে যেখানে আল্লাহ ছাড়া দেখার কেউ থাকেনা তখন তার মনে আল্লাহর ভয় তীব্র থেকে তীব্রতর হয় হলে তার মনের ওপর আল্লাহর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের এমন ছাপ পড়ে যে গুনাহের চিন্তা করতেও তার শরীর কেঁপে ওঠে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সওম পালন করছি।

ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।

সহীহ বুখারী (হাদিস ১৮৯৪)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ ".

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রমাযান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শাইত্বনগুলোকে শিকলে বন্দী করা হয়।-(সহিঃ মুসলিম)

একটু ভাবুন আজকের দুনিয়ায় কোথাও কোন এলাকা যদি এমন হয় যেখানকার সব মুসলমান রমজান মাস ঠিক সেভাবে কাটায়, যেভাবে কাটাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, উৎসাহিত করেছেন তাহলে সে এলাকার চিত্রটা কেমন হবে? আল্লাহ তাআলার রহমত কি পরিমান সেখানে বর্ষিত হবে? ফেরেশতাগণ কি দলে দলে এই এলাকার এবং এখানকার অধিবাসীদের দর্শন লাভের জন্য নেমে আসবে না?

প্রকৃত রোজা

রোজার এ মহান উদ্দেশ্য তখনই হাসিল করা যেতে পারে, যখন রোজা পূর্ণ অনুভূতির সাথে রাখা হয় এবং ওই নিষিদ্ধ কাজ থেকে রোজা কে রক্ষা করা হয় যার প্রভাবে রোজা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। প্রকৃত রোজা তো তাই যার সাহায্যে মানুষ তার মন মস্তিষ্ক ও সকল যোগ্যতাকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পদদলিত করবে। নবী (স) বলেন:

তুমি যখন রোজা রাখবে তখন তোমার কর্তব্য হবে তোমার কান, চোখ, মুখ, হাত, পা এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা।

নবী(স)আরও বলেন:

০ যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত হলো না তার ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন ছিল না। -(বুখারী)

০ এমন বহু রোজাদার আছে যে, রোজায় ক্ষুধা তাদের তৃষ্ণা ভোগ করা ছাড়া তাদের নেকির পাল্লায় কিছুই পড়েনা (মিশকাত)

রোজার ফযীলত

নবী (স)বলেন প্রত্যেক নেক আমলের প্রতিদান ১০ থেকে ৭০০ গুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। অন্য হাদিসে রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশক আম্বরের চেয়েও প্রিয় । রোজাদারকে নবজাতকের মত নিষ্পাপ করে দেওয়া হয়। রোজাদারের মা-বাবাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। একজন ফেরেশতা আবারো রোজাদারের জন্য ক্ষমার ঘোষণা দেয়। রোজাদারকে আসমানী বড় বড় চার কিতাবের বর্ণমালা সমান সওয়াব প্রদান করা হয়। মক্কা নগরের মসজিদে হারামে নামাজ আদায়ের সওয়াব প্রদান করা হয়। ফেরেশতাদের সাথে আকাশে অবস্থিত বায়তুল মামুর তাওয়াফের সওয়াব প্রদান করা হয়। ফেরাউনের বিরুদ্ধে হযরত মুসা আলাই সালাম এর পক্ষে সহযোগিতা করার সমান সওয়াব প্রদান করা হয়। রোজাদারের উপর রহমত বর্ষিত হয়। নবী-রাসূলগণের সাথে দাঁড়িয়ে ইবাদতের সমান সওয়াব প্রদান করা হয়। রোজাদারের উপর হযরত ইব্রাহিম আলাই সালাম এর মত রহমত বর্ষিত হয়। রোজাদার কে উভয় জাহান অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করা হয়। রোজাদারের মৃত্যুটা নবজাতকের ন্যায়

নিষ্পাপ বলে নিশ্চিত হয়। হাশরের ময়দানে রোজাদার চেহারা পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল করা হবে। রমজানের রোজা মানুষকে পাপ কাজ হতে বিরত রাখে। রমজান মাসের পানাহারের কোন হিসাব নেয়া হবে না। রোজার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। রোজাদারের রুজি আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করে দেন। রোজাদারের সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রোজাদারের খাওয়া পড়া কাজকর্ম সবকিছুই ইবাদাতের মধ্যে শামিল হয় রোজাদারের নেক আমল ও এবাদত বন্দেগির পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। রোজাদারের প্রতি আল্লাহর রহমতের পরিমাণ অত্যাধিক বর্ধিত ও প্রশস্ত হয়। আসমান ও জমিনের সমস্ত ফেরেশতা রোজাদারের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে রমজান মাসের এবাদত বন্দেগীতে অন্যান্য মাসের এবাদত বন্দেগী অপেক্ষা ৭০গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। রমজানে নফল এর মর্যাদা ফরজের সমান হয়ে যায়। রোজাদারের মন পবিত্র থাকে এবং এতে আল্লাহর জিকির পুরো মাত্রায় ধ্বনিত হতে থাকে। রোজাদারের দেহ পাপ হোক কলুষতা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র মুক্ত থাকে কোন পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এ মাসে বিতাড়িত শয়তান ও তার সঙ্গীদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। মানুষের কুমন্ত্রদাতা নফসের শক্তি খর্ব করা হয়। বেহেশতের দরজা গুলো খুলে দেওয়া হয়। দোযখে দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। রোজাদার জন্য প্রত্যেক দিন নতুন করে বেহেশতাদের সুসজ্জিত করা হয়। রোজাদার ব্যক্তির মোনাজাত অবশ্যই কবুল করা হয়। আর রমজান মাসের প্রতি শুক্রবার রাতে ৩৯ লক্ষ দোজখীকে নাজাত দেয়া হয়। আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে রোজার ব্যাপারটাই অন্যরকম তাতে আমার জন্য নির্দিষ্ট। আমি স্বয়ং তারা প্রতিদান দেব বান্দাহ আমার জন্য তার যৌন বাসনা ও খানাপিনা বন্ধ রাখে। রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ, একটা হচ্ছে ইফতারের সময় যখনসে এ আবেগ উল্লাসে বুদ্ধিত উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহর নেয়ামত উপভোগ করতে থাকে যে, আল্লাহ তাকে একটা ফরজ আদায় করার তৌফিক দান করেছেন।

দ্বিতীয় আনন্দ আপন পরওয়ারদেগারের সাথে মিলিত হওয়ার যখন সে আল্লাহর দরবারে সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করবে এবং দিদারলাভ করে চক্ষু শীতল করবে। রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকেও উৎকৃষ্টতর। রোজা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের মধ্যে কেউ রোজা রাখলে সে যেন অশ্লীল কথা কথাবার্তা হই হাঙ্গামা থেকে দূরে থাকে যদি গালিগালাজ করতে থাকে অথবা ঝগড়া করতে আসে, তাহলে তার মনে করা উচিত যে, সে রোজা আছে।- (বুখারী, মুসলিম)

নবী (স) আরো বলেন, যে ঈমানের অনুভূতি এবং আখিরাতে সওয়াবের আশায় রোজা রাখে তারা পূর্বের সব গুনাহ(সগিরা) মাফ করে দেয়া হয় -(বুখারী, মুসলিম)

চাঁদ দেখা নির্দেশাবলী

১. সাবানের ২৯ তারিখে রমজানের চাঁদ দেখার চেষ্টা করা মুসলমানদের ওয়াজিবের কেফায়া। পঞ্জিকা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে রোজা রাখা এবং চাঁদ দেখা থেকে বের হওয়া কিছুতেই জায়েজ নয়। এমনকি যারা গণনা শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এবং নেক ও পরহেজগার তাদেরও নিজের হিসেবে উপর আমল করা জায়েজ নয়। নবী সালাম বলেন চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা খতম করো শাবান চাঁদ দেখা না যায় তাহলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

২. কোন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চাঁদ দেখা মেনে নেয়া এবং তদনুযায়ী রোজা রাখা জায়েজ নয়। যেমন একটা প্রবাদ আছে যে দিনটি রজব মাসের ৪ঠা সেদিনটি রমজানের পহেলা এবং বারবার এটা পরীক্ষা করা হয়েছে।

৩. রমজানের ঊনত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখার চেষ্টা করা ও ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব। কারণ রমজানের পহেলা তারিখ জানার জন্য সাবানের তারিখ গুলি জানা জরুরী যেমন মনে করুন ২৯ সে রজব চাঁদ উদয় হলো। কিন্তু লোক তা দেখার কোন ব্যবস্থা করেনি তার উপর পহেলা শাবানকে ত্রিশের রজব মনে করে হিসেব করতে থাকলো। এভাবে ত্রিশে সাবান এসে গেল, কিন্তু আকাশে মেঘ অথবা ধুলাবালির কারণে চাঁদ দেখা গেল না। যেহেতু তা শাবানের ২৯ তারিখ মনে করা হয়েছিল। এজন্য পহেলা রমজানকে লোক তিরিশে সাবান মনে করে বসল এর ফলে অবহেলার কারণে রমজানের একটা রোজা নষ্ট হয়ে গেল।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন নবী সাঃ সাবানের মা শাবান মাসের দিনগুলো ও তারিখ গুলো যেমন চিন্তাভাবনা ও হিসাব করে মনে রাখতেন অন্য কোন মাসের তারিখ মনে রাখতেন না। তারপর তিনি রমজানের চাঁদ দেখে রোজা রাখতেন। -(আবু দাউদ)

৪. যে ব্যক্তি স্বচক্ষে রমজানের চাঁদ দেখবে, তার কর্তব্য হচ্ছে বস্তির সকল লোক অথবা মুসলমানদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয়া তা সে পুরুষ হোক বা নারী হোক।

৫. পশ্চিম আকাশ --চাঁদ উঠার স্থান যদি পরিষ্কার হয় তাহলে এমন অবস্থায় শুধুমাত্র দুজন দিলদার লোকের সাক্ষে রমজানের চাঁদ ওঠা প্রমাণিত হবে না আর না ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হবে। এ অবস্থায় অন্তত এতজন লোকের সাক্ষ্য দরকার যাতে করে তাদের কথায় চাঁদ ওটা সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

৬. চাঁদ ওঠার স্থান পরিষ্কার না হলে রমজানের নতুন চাঁদের প্রমাণের জন্য শুধু একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট তা সে পুরুষ হোক বা নারী। তবে নিম্ন শর্তে

ক. সাক্ষ্যদাতা বালেগ জ্ঞান সম্পন্ন এবং দ্বীনদার মুসলমান হতে হবে।

খ. তাকে বলতে হবে যে সে নিজে চোখে চাঁদ দেখেছে।

৭. আকাশ পরিষ্কার হলে ঈদের নতুন চাঁদের জন্য একজনের স্বাক্ষর যথেষ্ট নয় সে যেমন ধরনের বিশ্বস্ত লোক হোক না কেন। ঈদের চাঁদের জন্য প্রয়োজন দুজন দ্বীনদার পুরুষ এবং দুজন দ্বীনদার নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা। যদি চারজন স্ত্রী লোক সাক্ষ্য দেয় যে তারা চাঁদ দেখেছে তথাপি তার দ্বারা ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হবে না।

৮. যেখানে কোন মুসলমান কাজী অথবা শাসক নেই, সেখানকার মুসলিমদের উচিত নিজেরাই চাঁদ দেখার ব্যবস্থা করবে, তার প্রচার করবে এবং তদ অনুযায়ী কাজ করবে।

৯. সারা শহরে এ কথা ছড়িয়ে পড়লো যে চাঁদ দেখা গেছে কিন্তু বহু অনুসন্ধানের পরও এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া গেল না যে এ কথা স্বীকার করবে সে নিজে চাঁদ দেখেছে। এ অবস্থায় চাঁদ ওঠা প্রমাণিত হবে না।

১০. যদি এমন ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দেখেছে বলে বলা হচ্ছে যার সাক্ষ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়, এবং সে ছাড়া আর কেউ চাঁদ দেখেনি তাহলে তার কথায় শহর বা বস্তির লোক রোজা রাখবে না। কিন্তু সে অবশ্যই রোজা রোজা রাখবে তার রোজা রাখা ওয়াজিব। তারপর তার ত্রিশ রোজা হয়ে গেল এবং ঈদের চাঁদ দেখা গেল না, তখন ৩১ রোজা করবে এবং বস্তির লোকের সাথে ঈদ করবে।

১১. কোন কারনে কোন জায়গায় চাঁদ দেখা গেল না এবং অন্যস্থান থেকে চাঁদ দেখার খবর এলো। যদি সে খবর শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তার দ্বারা রমজানের চাঁদও প্রমাণিত হবে এবং ঈদের চাঁদও। মুসলমান দায়িত্বশীলদের প্রয়োজন হবে যে, তারা এসব খবর যাচাই করে দেখবে এবং শরীয়ত মোতাবেক যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে শহরে তার পাবলিসিটি করার ইন্তেজাম করবে।

১২. দুজন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত লোকের সাক্ষ্যদানে চাঁদ দেখা যদি প্রমাণিত হয় এবং সে অনুযায়ী লোক রোজা রাখে কিন্তু ত্রিশ রোজা পুরো হওয়ার পরও ঈদের চাঁদ দেখা গেল না তাহলে ৩১ দিনে ঈদ করবে সেদিন রোজা জায়েজ হবে না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ " لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا - الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ " .

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাযান মাস প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, তোমরা (রমাযানের) চাঁদ না দেখে রোযা শুরু করবে না এবং চাঁদ (শাও্ওয়াল মাসের চাঁদ) না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না। আর আকাশ মেঘাছন্ন থাকলে ত্রিশদিন পূর্ণ কর। (সহিঃ মুসলিম)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ قَالَ قُمْ يَا بِلَالُ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَكَذَا رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ فَنَادَى أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا.

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

এক বেদুইন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, আমি আজ রাতে (সন্ধ্যায়) নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি বলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, হে বিলাল! ওঠো এবং লোকদের মধ্যে ঘোষণা দাও যে, তারা যেন আগামীকাল থেকে সিয়াম রাখে। -(ইবনে মাজহা)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ لِهِلَالِ رَمَضَانَ

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা তা (চাঁদ) দেখবে তখন সওম রাখবে, আবার যখন তা দেখবে তখন ইফ্‌তার করবে। আর যদি আকাশ মেঘলা থাকে তবে সময় হিসাব করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে। ইয়াহইয়া ইব্‌নু বুকায়ার (রহঃ) ব্যতীত অন্যরা লায়স (রহঃ) হতে উকায়ল এবং ইউনুস (রহঃ) সুত্রে বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথাটি বলেছেন রমযানের চাঁদ সম্পর্কে। -(সহিহ বুখারী)

রোজার প্রকারভেদ ও তার হুকুম

রোজা মোট পাঁচ প্রকার:
১. ফরজ রোজা।
২. ওয়াজিব রোজা
৩. সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা রোজা।
৪. মাকরুহ রোজা
৫. হারাম রোজা
১. ফরজ রোজা: বছরে শুধু রমজানের রোজা মুসলমানদের উপর ফরজ। কুরআন ও হাদিস থেকে রমজানে রোজা ফরজ হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। মুসলিম উম্মত তার গোটা ইতিহাসে বরাবর এর উপর আমল করে এসেছে।যে রমজানের রোজা ফরজ হওয়া অস্বীকার করবে সে কাফের হবে এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হবে। আর বিনা ওযরেরোজা ত্যাগ করলে কঠিন গুনাহগার হবে। রমজানে রোজা কোন কারনে বা অবহেলাকরে করা না হলে তার কাযা করাও ফরজ। এ ফরজ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, যখনই সুযোগ হবে করতে হবে বরঞ্চ যথাশীঘ্রই করা উচিত।
রোজার মধ্যে সুবেহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকা ফরজ।
১ কিছু খাওয়া থেকে বিরত থাকা
২ কিছু পান করা থেকে বিরত থাকা।
৩ যৌন বাসনা পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকা।

যৌন বাসনা পূরণের মধ্যে ওইসব যৌন সঙ্গম শামিল যার দ্বারা বীর্যপাত হয় তার স্ত্রী সঙ্গমের দ্বারা হোক অথবা যে কোন মানুষ, পশু প্রভৃতির সাথে যৌন ক্রিয়ার দ্বারা হোক অথবা হস্তমৈথুনের দ্বারা হোক। মোটকথা এসব থেকে বিরত থাকতে হবে। অবশ্য আপন স্ত্রীকে দেখা, আদর করা, জড়িয়ে ধরা অথবা চুমা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ফরজ নয়। কারণ তাতে বীর্যপাত হয় না।

حَدَّثَنِي يَحْيَى
بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করে দেয়া হয়। -(সহীহ বুখারী)ক

২. ওয়াজিব রোজা: মানত রোজা, কাফফারা রোজা ওয়াজিব। কোন নির্দিষ্ট দিনে রোজা রাখার মানত করলে সেই দিনের রোজা রাখা জরুরী। দিন নির্দিষ্ট না করলে যেদিন ইচ্ছা করা যায়। বিনা কারণে বিলম্ব করা ঠিক নয়।

৩. সুন্নাত রোজা: যে রোজা নবী সাল্লাহু সাল্লাম স্বয়ং করেছেন এবং করতে বলেছেন তা সুন্নাত। তা রাখার বিরাট সওয়াব রয়েছে। কিন্তু তার সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয় এবং না রাখলে গুনাহ হবে না সুন্নত রোজা নিম্নরূপ:

০ আশুরার রোজা। অর্থাৎ মহরমের ৯ তারিখ এবং দশ তারিখে দুটি রোজা।

০ আরাফার দিনের রোজা। অর্থাৎ জুলহাজের ৯ তারিখের রোজা। ০ আইয়ামে বীযের রোজা। অর্থাৎ চাঁদের ১৩ ১৪ ১৫ তারিখের রোজা।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ

আশূরার দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে এ বলে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে সে যেন পূর্ণ করে নেয় অথবা বলেছেন, সে যেন সওম আদায় করে নেয় আর যে এখনো খায়নি সে যেন আর না খায়।

৫. মাকরুহ রোজা:

০ শুধু শুনি অথবা রবিবার রোজা রাখা। ০ শুধু আশুরার দিন রোজা রাখা।

০ স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে রোজা রাখা।

০ মাঝে কোনদিন বাদ না দিয়ে ক্রমাগত রোজা রাখা। যাকে সাওমে ভেসাল বলে।

৬. হারাম রোজা: বছরে ৫ দিন রোজা রাখা হারাম

১ ঈদুল ফিতরের দিনে রোজা।

২ ঈদুল আযহার দিনে রোজা।

আইয়ামে তাশরিকের রোজা রাখা অর্থাৎ ১১,১২,১৩ ই জিলহজ্জ তারিখের রোজা রাখা হারাম

রোজার শর্তাবলী

রোজার শর্ত দুই প্রকার

১ রোজা সহিহ হওয়ার শর্ত।

২ রোজা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

রোজা সহি হওয়ার জন্য যেসব জিনিসের প্রয়োজন তাকে সারা এতে সিহহাত বলে এবং ওয়াজিব হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তাকে সারাইয়াতে ওয়াজুব বলে।

রোজা সহিহ হওয়ার শর্তাবলী:

১ ইসলাম। কাফেরের রোজা সহিহ নয়

২ মহিলাদের হায়েজ নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া

৩ নিয়ত করা। অর্থাৎ মনে মনে রোজা রাখার এরাদা করা। রোজা রাখার এরাদা ছাড়া কেউ সারাদিন যদি ওই সব জিনিস থেকে বিরত থাকে যার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তাহলে তার রোজা হবে না

রোজা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী:

১ ইসলাম। কাফেরের উপর রোজা ওয়াজিব নয়।

২ বালেগ হওয়া। নাবালেগের উপর রোযা ওয়াজিব নয়।

অবশ্য অভ্যাস সৃষ্টি করার জন্য নাবালেগ ছেলেমেয়েদের রোজা রাখতে বলা উচিত। যেমন নামাজ পড়বার অভ্যাস করার তাগিদ হাদিসে করা হয়েছে তেমনি রোজা রাখার

জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়েছে যারা ক্ষুদার্থ সহ্য করতে পারে তাদেরকেই শুধু রোজা রাখতে বলা উচিত। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ভালো নয়।
৩ রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার সম্বন্ধে জানা থাকা।
৪ মাজুর বা অক্ষম না হওয়া অর্থাৎ এমন কোন ওযর না থাকা যাতে রোজা না থাকার অনুমতি রয়েছে, যেমন সফর,বার্ধক্য, রোগ জিহাদ ইত্যাদি

রোজার নিয়ত সম্পর্কিত মাসআলা:
১ রমজানের রোজা এবং নির্দিষ্ট মানতেররোজার নিয়ত রাত থেকে শুরু করে দ্বি প্রহারের পূর্ব পর্যন্ত করা যাবে।
২ রমজানের কাজা সাধারণত মানতএবং যিহারের কাফফারা রোজার নিয়ত রাতে না করলে রোজা বিশুদ্ধ হবে না কারণ, এই প্রকার রোজার জন্য শরীয়ত করতে প্রবর্তক এর পক্ষ থেকে কোন সময় নির্ধারিত নেই। এজন্য রোজাদারের নিয়ত দ্বারা দিনের প্রথম থেকে রোজা নির্ধারণ করতে হবে। তারা দিনের প্রথম থেকে রোজা নির্ধারণ করতে হবে। আর নির্দিষ্টকরণ সুবহে সাদিকের পূর্বের নিয়ত না পেলে স্থির হয় না। অতএব, এ প্রকার রোজা সুবহে সাদিকের পূর্বে থেকে নিয়ত শর্তএটা প্রথম প্রকারের বিপরীত। কেননা প্রথম প্রকার রোজায় শরীয়ত প্রবর্তক এর পক্ষ থেকে সময় নির্ধারিত, কাজেই যখন দিনের প্রথম অংশে রোজা পাওয়া যাবে তখন বুঝতে হবে যে, নিয়ত এই রোজার জন্যই। আর দ্বিপ্রহরের পূর্বেকার নিয়ত দ্বারা ওই উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় মোটকথা : রমজানে রোজা, নির্দিষ্ট মানতের রোজা ও নফল রোজার নিয়ত রাত থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত করা যাবে। আর রমজানের কাজা, সাধারণ মানত, কাফফারা রোজার নিয়ত রাতে না করলে রোজা বিশুদ্ধ হবে না

রোজার নিয়ত সংক্রান্ত কয়েকটি মাসায়ালা :
১ নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয় :নিয়ত বলা হয় অন্তরের সাথে রোজার নিয়ত করা ফরজ নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়, তবে উত্তম
২ নিয়ত কখন করা আবশ্য ক :রমজানের রোজার নিয়ত যাতে করা উত্তম যদি কেউ রাতে নিয়ত না করে তাহলে মধ্য আকাশ থেকে সূর্য পশ্চিমে ঢলার দেড় ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা যাবে। তবে শর্ত হলো, সুবহে সাদিকের পর থেকে নিয়তের পূর্ব পর্যন্ত রোজার পরিপন্থী কোন কাজ না করতে হবে।

৩ রোজা রাখার উদ্দেশ্যে সেহরি খেলে নিয়ত হয়ে যাবে: রোজার উদ্দেশ্যে সেহরি খেলে সেটাই নিয়তির জন্য যথেষ্ট হবে। উল্লেখ্য রাতে রোজা নিয়ত করার পর সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি করা জায়েজ আছে।

৪ পুরো রমজানের জন্য একত্র নিয়ত করা যথেষ্ট নয় : পুরো রমজানের জন্য একত্রে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক রোজার জন্য পৃথকভাবে নিয়ত করতে হবে। কেননা প্রতিটি রোজা ভিন্ন ভিন্ন আমল

৫ কাজা রোজার নিয়ত যেভাবে করবেন :যদি একাধিক রমজানের রোজা কাজা হয়ে যায় তাহলে খাজা আদায় করার সময় কোন রমজানের রোজা কাজা আদায় করে করছে এটা নির্দিষ্ট করা জরুরী।তবে যদি কাজা রোজার সংখ্যা অনেক বেশি হয় এবং তা তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয় তাহলে জীবনে সর্বপ্রথম কাজারোজা রাখলাম এভাবে নিয়ত করতে পারবে।

৬ নিয়ত কখন করলে ধর্তব্য হবে :নিয়তের সময় শুরু হয় পূর্বের দিনে রাতের শুরু অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে যেমন সোমবারের রোজার নিয়ত রোববারের সূর্যাস্তের পর করা যাবে এর আগে নিয়ত করলে রোজা সহি হবে না।

৭ কোন কোন রোজার নিয়ত রাতে করতে হয় :১ রমজানের কাজা রোজা ২ অনির্দিষ্ট মান্নতের রোজা।৩ বিভিন্ন কাফফারা রোজা এবং ৪ যেই নফল রোজা শুরু করে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এসব রোজার নিয়ত রাতে করা সুবহে সাদিকের পর করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮. রাতে রোজা রাখার নিয়ত ছিল না। সকালেও রোজা রাখার খেয়াল ছিল না, তারপর দুপুরের আগে হঠাৎ মনে পড়ল যে রমজানের রোজা ছাড়া ঠিক নয় এবং তড়িঘড়ি করে নিয়ত করে ফেলল, তাহলে রোজার দুরস্ত হবে। কিন্তু সকালে যদি কিছু খেয়ে থাকে তাহলে তো নিয়ত করার কোন অবকাশই রইলো না।

৯. রমজান মাসে কেউ ফরজ রোজার পরিবর্তে নফল রোজা নিয়ত করলো এবং মনে করল যে পরে ফরজ রোজা রোজার কাজা করে নেবে। তথাপি সে রোজা রমজানের রোজাই হবে। নফল রোজা হবে না। এমনকি নফল রোজার পরিবর্তে ওয়াজিব রোজার যদি নিয়ত করে, তথাপি রমজানের রোজাই হবে নীতিগত কথা এই যে, শুধু রমজানে ফরজ রোজাই হবে অন্য রোজা হবে না।

১০. রোজা সুবহে সাদেক থেকে শুরু হয়। অতএব সুবহে সাদেকের পূর্বে এ সকল কাজ জায়েজ যার থেকে বিরত থাকা রোজার মধ্যে ফরজ। কেউ মনে করে যে, রোজার

নিয়ত করার পর কিছু খাওয়া-দাওয়া করা জায়েজ নয় এ কথা ঠিক নয়। খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি জায়েজ যদিও সূর্যাস্তের পরেই পরের দিনের রোজা রাখার নিয়ত করা হয়ে থাকে।

১১. নফল রোজা নিয়্যত করলে তা ওয়াজিব হয়ে যায়। সকালে নিয়ত করার পর যদি তা ভেঙ্গে ফেলা হয় তাহলে সে রোজার কাজা ওয়াজিব হবে।

১২. কেউ রাতে এরাদা করল যে পরদিন রোজা রাখবে কিন্তু সকাল হওয়ার পূর্বে ইচ্ছা পরিবর্তন করল এবং রোজা রাখল না এ অবস্থায় কাজা ওয়াজিব হবে না।

১৩. রাতে নিয়ত করলে বলবে আমি আগামীকাল মাহে রমজানের রোজা রাখার নিয়ত করলাম। দিনে নিয়ত করলে বলবে মাহে রমজানের আজকের দিনের রোজার নিয়ত করছি কিন্তু আরবিতে নিয়ত করা জরুরি নয়, যে কোন ভাষায় বলা যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا».

সাহল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, জান্নাতের একটি দরজার নাম রায়্যান। কিয়ামাতের দিন সেখান থেকে আহ্বান করা হবেঃ রোযাদারগণ কোথায়? যে ব্যক্তি রোযাদার হবে, সে উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং যে উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে কখনও পিপাসার্ত হবে না। [১৬৪০]

রোজার সময়সীমা

রোজার সময়সীমা হলো সুবহে সাদেকের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে রোজাদারকে সকল প্রকার পানাহার ও যৌন সম্ভগ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَا مِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَا سٌ لَّكُمْ وَاَ نْتُمْ لِبَا سٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَا نُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَا بَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَا لْـئٰنَ بَا شِرُوْهُنَّ وَا بْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوْا وَا شْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَ بْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَ سْوَدِ مِنَ

الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَا مَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَا شِرُوْهُنَّ وَاَ نْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّا سِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

"তোমাদের জন্য রমাযানের রাতে তোমাদের বিবিগণের নিকট গমন করা জায়িয করা হয়েছে, তারা তোমাদের আচ্ছাদন আর তোমরা তাদের আচ্ছাদন। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা লাভ কর এবং তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে ঊষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়। তৎপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর, আর মাসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না। এসব আল্লাহর আইন, কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজের আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।"
(QS. Al-Baqarah 2: Verse 187)

এতে পূর্তিমান হয় যে রোজার প্রথম ওয়াক্ত দিনের সূচনা থেকে আরম্ভ হয়ে শেষ ওয়াক্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে

রোজার সুন্নাত ও মুস্তাহাব

১. সেহরির ব্যবস্থা করা সুন্নত, কয়েকটি খেজুর হোক বা এক চুমুক পানি হোক।
২. সেহরি শেষ সময়ে খাবার মুস্তাহাব -সুবহে সাদিক হতে যখন কোন সামান্য বাকি।
৩. রোজার নিয়ত রাতেই করে নেওয়া মুস্তাহাব।
৪. ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর অযথা বিলম্ব না করা।
৫. খুরমা খেজুর অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব।
৬. গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা বলা হই হাঙ্গামা করা, রাগ এবং বাড়াবাড়ি না করা সুন্নত। এ কাজ অবশ্য অন্য সময়ে করাও ঠিক নয়। কিন্তু রোজার সময়ে তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা বেশি করা উচিত।

কি কি কারণে রোজা নষ্ট হয়

রোজা অবস্থায় তিনটি বিষয় থেকে দূরে থাকা ফরজ, যথা :

১ কিছু না খাওয়া২ কিছু পান না করা

৩ এবং যৌন বাসনা পূর্ণ না করা এসব থেকে বিরত থাকা ফরজ।

অতএব উপরোক্ত তিনটি ফরজের খেলাফ কাজ করলে রোজা নষ্ট হয় যেসব জিনিস রোজা নষ্ট করে তা আবার দুই প্রকার এক, যার দ্বারা শুধু কাজা ওয়াজিব হয়। দুই, যার দ্বারা কাজা ও কাফফারা হয়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ أَنَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا

তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল যে, সে তো জ্বলে গেছে। তিনি বললেনঃ তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, রমযানে আমি স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। এ সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে (খেজুর ভর্তি) ঝুড়ি এল, যাকে আরাক (১৫ সাপরিমাণ) বলা হয়। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়? লোকটি বলল, আমি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এ গুলো সদাকাহ করে দাও।

কাফারা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কিছু নীতিগত কথা:

১. কোন কিছু ইচ্ছে করে পেটে প্রবেশ করালে এবং তা উপকারী হওয়ার ধারণাও যদি থাকে তা খাদ্য হোক, ওষুধ হোক অথবা এমন কোন কাজ হোক যার যারা সাধ যার আস্বাদ গ্রহণ সংগম ক্রিয়ার মতো তাহলে এসব অবস্থায় কাযা এবং কাফফারা দু,ই ওয়াজিব হয়।

২. কোন কিছু যদি আপনা আপনি পেটের মধ্যে চলে যায় তার উপকারী হওয়ার ধারণাও না থাকে অথবা এমন কোন কাজ করা হলো যার আস্বাদ সঙ্গম ক্রিয়ার মত নয় তাহলে শুধুমাত্র কাজা ওয়াজিব হবে।

৩. শুধু রমজান আজা নষ্ট হলেই তার কাফফারা ওয়াজিব হয় রমজান ছাড়া অন্য রোজা নষ্ট হলে তার কাফফারা ওয়াজিব হবে না তা ভুল করে নষ্ট হোক অথবা ইচ্ছা করে নষ্ট করা হোক।

৪. রমজানের কাযা রোজা নষ্ট হলে তার কাফফারা ওয়াজিব হবে না, রমজান মাসে রোজা নষ্ট হলে কাফফারা ওয়াজিব হবে

৫. যাদের মধ্যে রোজা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া যায় না, তাদের রোজা নষ্ট হলেও কাফফারা ওয়াজিব হবে না। যেমন, মুসাফিরের রোজা, হায়েজ -নিফাসওয়ালি মেয়েদের রোজা। যদিও মুসাফির এবং হায়েজ -নেফাস ওয়ালী মেয়ে লোক রোজার নিয়ত সফর শুরু করার আগে এবং হায়েজ নিপাস হওয়ার আগে করে থাকে।

৬. যেকোনো কাজ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যায় যেমন ভুল করে কেউ কিছু খেয়ে নিল অথবা যৌনক্রিয়া করল অথবা কুলি করতে হঠাৎ পানি গলার ভিতরে চলে গেল অথবা কেউ জবরদস্তি করে যৌনক্রিয়া করালো, তাহলে এসব অবস্থায় কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৭. যৌন ক্রিয়ায় ক্রিয়া কারী এবং যার উপর করা হলো এ উভয়ের জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া শর্ত নয় যে জ্ঞান সম্পন্ন এবং সেচ্ছায় কাজ করবে তার কাফারা ওয়াজিব হবে। নারী জ্ঞান সম্পূর্ণ হলে কাফফারা তাকে দিতে হবে পুরুষকে নয়। আবার পুরুষ জ্ঞানসম্পন্ন হলে তাকে কাফফারা দিতে হবে, মাথা খারাপ পাগল মেয়ে মানুষের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৮. কোন মেয়েলোক নাবালক ছেলের দ্বারা যৌন ক্রিয়া করে নেক অথবা কোন পাগলের দ্বারা তার ওপর কাঁযাও কাফফারা দুটি ওয়াজিব হবে।

৯. রমজানে রোজার নিয়ত ব্যতিরেকে কেউ খানা-পিনা করলে তার তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না, শুধু কাজা ওয়াজিব হবে কাফফারা তখনই ওয়াজিব যদি রোজার নিয়ত করার পর তা নষ্ট করে।

১০. কোন সন্দেহের কারণে কেউ রোজা নষ্ট করলে কাফফারা দিতে হবে না।

দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস

রোজা রেখে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে চাই তাতে বীর্যপাত হোক আর না হোক সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়ের উপর কাজা আবশ্যক হবে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধবংস হয়ে গেছি। রসুল সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কে ধ্বংস করেছে? সাহাবী

বললেন রমজানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূল সাল্লাহু সালাম তাকে বললেন তাহলে এর বদলে একটি গোলাম আজাদ করো।সাহাবী বললেন আমি এতে সক্ষম নই। নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বললেন, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোজা রাখো। সাহাবী বললেন, আমি এতেও সক্ষম নই।তখন রসূল সাঃ বললেন, তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকিনকে খানা খাওয়াও। তবে রোজার মাসে রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসে কোন বাধা নেই। আর তাতে রোজার কোন ক্ষতি হবে না। স্ত্রী রাজি না থাকা অবস্থায় জোরপূর্বক যদি স্বামী সহবাস করে, তাহলে স্ত্রীর রোজা ভেঙ্গে যাবে কিন্তু। তার উপর শুধু পরবর্তীতে গাজা রাখা আবশ্যক হবে কাফফারা দিতে হবে না কিন্তু স্বামীর উপর কাজা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যক হবে।

পানাহার:

ইসলামী শরীয়তের ওজর ব্যতীত দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু পানাহার করলে ওই ব্যক্তির উপর কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করা আবশ্যক হবে।

এক ব্যক্তি রমজানে রোজা রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করল। বিশ্বনবী তাকে আদেশ করলেন, সে যেন একজন দাস আজাদ করে দেয় অথবা দুই মাস একাধারে রোজা রাখে কিংবা ৬০ জন মিসকিনকে দুইবেলা খাবার খাওয়ায়।

ইমাম জহুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন রমজানের রোজা রেখে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করবে তার হুকুম ইচ্ছাকৃতভাবে দিনে সহবাসকারী অনুরূপ। অর্থাৎ তাকে কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে।

ধূমপান:

বিড়ি সিগারেট হুক্কা পান করলেও রোজা ভেঙ্গে যাবে এবং এই কাজে কাজা ও কাফফারা উভয়টি জরুরী হবে।

সাহরির শেষ সময় জেনেও যারা পানাহার করে:

সুবহে সাদিক হয়ে গেছে জানা সত্ত্বেও আযান শোনা যায়নি বা এখনো ভালোভাবে আলো ছড়ায়নি এই ধরনের ভিত্তিহীন অজুহাতে খাওয়া দাওয়া করে অথবা স্ত্রী সহবাসে মিলিত হয়। এতে ওই ব্যক্তি রোজা বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি কেউ রোজার নিয়ত করার পর এমনটি করে থাকে তবে তাদের জন্য কাজা কাফফারা দুটোই জরুরি হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

রোজাদার তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন -তোমরা আত্ম প্রতারণা করছো। তাই তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব তোমরা তোমাদের প্রত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন(সন্তান) তা কামনা কর

আর তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ সকালের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা প্রকাশ হয়, তৎপর রোজাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ কর এবং তোমাদের মসজিদে ইত্তেফাক অবস্থায় সহবাস করো না। এগুলা আল্লাহর সীমারেখা সুতরাং এ সবাই ধারের কাছেও যেও না। এভাবে আল্লাহ মানব জাতির জন্য নির্দেশনা সমূহ বর্ণনা করে থাকেন ; হয়তো হয়তো তারা পরহেজগারী অবলম্বন করবে। (সুরা বাকারা আয়াত 187)

যেসব ব্যাপারে শুধু রোজা কাজা করতে হবে:

১. কারো বিলম্বে ঘুম ভাঙলো এবং সেহরির সময় আছে মনে করে খানা-পিনা করল তারপর দেখল যে ভোর হয়ে গেছে তাহলে সে রোজার কাজা করা ওয়াজিব হবে
২. কেউ বেলা ডোবার আগেই সূর্য ডুবেছে মনে করে ইফতার করল তাহলে কাজা করতে হবে।
৩. অনিচ্ছায় কোন কিছু পেটের মধ্যে গেল, যেমন কুলি করতে গিয়ে গলার ভিতর পানি চলে গেল, নাকে বা কানে ওষুধ দিল তা পেটের মধ্যে গেল পেট বা মাথার ঘায়ে ওষুধ দেয়া হলো তা পেটে বা মাথার মধ্যে ঢুকলো এসব অবস্থায় কাজা ওয়াজিব হবে।

৪. কেউ রোযাদারকে জোর করে খাইয়ে দিল, তাহলে শুধু কাজা করতে হবে।
৫. কেউ কোন নারীর সাথে জোর করে সহবাস করল অথবা মেয়ে মানুষ অঘরেঘুমাচ্ছিল অথবা বেহুশ হয়েছিল কেউ তার সাথে সহবাস করল, তাহলে সে মেয়ে লোকটির শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।
৬. কোন নির্বোধ লোক কোন মৃত নারী অথবা অল্পবয়স্ক বালিকা অথবা কোন পশুর সাথে যৌন ক্রিয়া করল অথবা কাউকে ঝাপ্টে ধরল অথবা চুমা দিল অথবা হস্তমৈথুন করলো এসব অবস্থায় যে যে ব্যথা হল তাহলে শুধু কাঁযা ওয়াজিব হবে।

৭. কেউ রোজার নিয়তই করল না কিন্তু খানা-পিনা থেকে বিরত থাকলো অথবা নিয়ত করল কিন্তু দুপুরের পর, তাহলে এমন অবস্থায় রোজা হবে না, কাযা ওয়াজিব হবে।
৮. রোজা অবস্থায় কারো মুখে চোখের পানি অথবা ঘাম ঢুকলো এবং লবণাক্ত অনুভব করল এবং তা গিলে ফেলল, তাহলে রোজা নষ্ট হবে এবং কাজা করতে হবে।
৯. মুখে পান দেখে কেউ ঘুমিয়ে পড়ল তারপর সুবহ সাদেকের পর ঘুম ভাঙলো, তাহলে শুধু কাজা করতে হবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।
১০. রোজার মধ্যে মুখ ভরে বমি করল,তাহলে রোজা নষ্ট হবে, কাজা করতে হবে।
১১. কেউ রোজা অবস্থায় কোন পাথর বা লোহার টুকরা এমন কোন জিনিস খেয়ে ফেলল যা না আর হিসেবে খায় না ওষুধ হিসেবে তাহলে রোজা নষ্ট হবে এবং কাজা আদায় করতে হবে।
কোন স্ত্রী লোক রোজার মধ্যে তার গুপ্তাংগে কোন ওষুধ বা তেল দিল, তাহলে শুধু কাজা আদায় করতে হবে।
১২. কেউ কাজ রেখে ভুলে কিছু খেয়ে ফেলল তারপরও রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে ইচ্ছা করে খানা-পিনা করলো তাহলে রোজা ওয়াজিব হবে, কাফফারা নয়।
১৪. কেউ রোজা রেখে কানে তেল দিল অথবা জিলাপ নিল তাহলে রোজা নষ্ট হবে এবং শুধু কাজা করতে হবে।
১৫. কোন মেয়ে মানুষ চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য তার আঙ্গুল লজ্জা স্থানে প্রবেশ করালো অথবা কোন দাইয়ের দ্বারা প্রবেশ করালো তারপর সমস্থ আঙ্গুল বা তার কিছুটা বের করে পুনরায় ঢুকালো তাহলে রোজা নষ্ট হবেএবং কাজা ওয়াজিব হবে। আর যদি পুনরায় প্রবেশ না করে কিন্তু আঙ্গুল কোন কিছুতে ভিজে গেল তাহলে প্রথমবার ঢুকালেই রোজা নষ্ট হবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যদি কোন মেয়ে মানুষ তার লজ্জাস্থানে তুলা প্রভৃতি রাখে এবং সবটুকু ভেতরে ঢুকে পড়ে তাহলে রোজা নষ্ট হবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে।
১৬. সহবাস ব্যতিরেকে যৌন সহবাসের এমন কোন কাজ করল যাতে সাধারণত বীর্যপাত হয়, যদি বীর্যপাত হয় তাহলে রোজা নষ্ট হবে এবং শুধু কাজা ওয়াজিব হবে। যেমন কেউ হস্তমৈথুন করল অথবা কেউ স্ত্রী নাভিতে উরুতে অথবা বগুলা বগলে তারা পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে বীর্যপাত করল অথবা কোন পশুর সাথে এ কাজ করল অথবা কোন স্ত্রীলোক অন্য কোন স্ত্রী লোকের সাথে যৌন আনন্দের চেষ্টা করল এবং বীর্যপাত হলো তাহলে নষ্ট হবে এবং শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।

১৭. মেসওয়াক করার সময় অথবা এমনিতেই দাঁতের রক্ত বের হলো এবং রোজা থাকা অবস্থায় তা থুতুসহ গিলে ফেলল তাহলে রোজা নষ্ট হবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে। কিন্তু রক্ত যদি থুতুর পরিমান থেকে কম হয় এবং গলায় তা অনুভব করা গেল না তাহলে রোজা নষ্ট হবে না

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না:

১. কোন রোজাদার ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করলে।

২. ভুলক্রমে সহবাস করলে।

৩. স্বপ্নদোষ হলে।

৪. স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত ধরুন বীর্যপাত হলে। ৫. তেল মালিশ করলে।

৬. সিংগা লাগালে এবং সুরমা লাগালে। ৭. আপনা আপনি বমি হলে।

৮. স্ত্রীকে চুম্বন করলে।

৯. কানে পানি গেলে, ধুলা প্রবেশ করলে, ধোয়া গলায় গেলে।

১০. কেউ মৃত ব্যক্তি বা পশুর সাথে যৌন কাজ করলে অথবা যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র যৌন সঙ্গম, সহবাস করলে কিংবা স্ত্রীকে চুমু খেলে কিংবা স্ত্রী স্পর্শ করলে যদি তার বীর্যপাত না হয় তবে তার রোজা ভঙ্গ হবে না।

যেসব জিনিসে রোজা মাকরুহ হয়

অর্থাৎ ওইসব জিনিসের বর্ণনা যার দ্বারা রোজা নষ্ট হয় না বটে কিন্তু মাকরু হয় এসব মাকরুহ তানজিহি, তাহরিমি নয়।

১. কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করা। তবে যদি কোন মেয়ে লোক বাধ্য হয়ে খাবার জিনিস চেখে দেখে অথবা বাজার থেকে খরিদ করার সময় এজন্য চেখে দেখে যে তার স্বামী বড় বদমেজাজি এবং কঠোর অথবা কোন চাকরানী তার মনিবের চেখে দেখে তাহলে রোজা মাকরুহ হবে না।

২. মুখে কোন কিছু চিবানো অথবা এমনি দিয়ে রাখা, যেমন কোন মেয়ে মানুষ ছোট বাচ্চাকে খাওয়ার জন্য মুখে নিয়ে কোন কিছু চাবায় অথবা নরম করার জন্য বা ঠান্ডা

করার জন্য মুখে রাখে তাহলে রোজার মাখরুহ হবে না অবশ্যই বাধ্য হয়ে এসব করা জায়েজ। যেমন কারো বাচ্চার খিদে পেয়েছে এবং সে শুধু সে জিনিস খায় যা মুখে দিয়ে চিবিয়ে দিতে হয় এবং বেরোজা লোকও নেই তাহলে এ অবস্থায় চিবিয়ে দিলে রোজা মাকরুহ হবে না।

৩. কোন মেয়ে লোকের ওষ্ঠ (ঠোঁট) মুখের মধ্যে নেয়া অথবা উলঙ্গ অবস্থায় জড়িয়ে মাকরু বীর্যপাত হওয়ার ও সহবাস করার আশঙ্কা থাক বা না থাক।

৪. রোজা রেখে এমন কোন কাজ করা মাকরুহ যার দ্বারা শরীরে এতটা দুর্বল হয়ে পড়ে যে, রোজা ভেঙে ফেলার আশঙ্কা হয়।

৫. কুল্লি করার সময় বা নাকে পানি দেওয়ার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা।

৬. বিনা কারণে মুখে থুতু জমা করে গিলে ফেলা।

৭ অস্থিরতা প্রকাশ করা, ঘাবড়িয়ে যাওয়া এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ করা।

৮. গোসলের প্রয়োজন হলে অথবা সুযোগও ছিল কিন্তু বিনা কারণে শুভ সাধকের পর পর্যন্ত গোসল করল না তাহলে রোজা মাখরুহ হবে।

৯. মাজন, পেস্ট অথবা কয়লা প্রভৃতি চিবিয়ে দাত মাজলে রোজা মাকরুহ হবে।

১০. রোজা রেখে গীবত করলে, মিথ্যা বললে, গালিগালাজ ও মারপিট অথবা কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করলে রোজা মাকরুহ হবে।

১১. ইচ্ছে করে মুখের মধ্যে ধোঁয়া অথবা ধুলাবালি গ্রহন করা মাকরুহ। আর যদি লোবান জ্বালিয়ে তার ঘ্রাণ নেওয়া হয় অথবা হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট খাওয়া হয় তাহলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

১২. অনেকে দাঁতের ব্যথা দূর করার জন্য গুল দিয়ে দাঁত মাজে আবার কেউ কেউ দাঁতের মাড়ি থেকে লিখে দেয় ভুলের মধ্যে ৭ বাজাজ আছে অত্যাধিক পর্যন্ত ব্যবহার করা মাকরূহ হবে অপারগত সময় ব্যবহার করা যাবে তবে যদি মুখের লালা বা ধুতুর সঙ্গে ভুলের কিছু অংশ পেতে চলে যায় তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে।

১৩. প্রয়োজন ছাড়া ডাক্তারের মাধ্যমে দাঁত তোলা মাকরুহ। তাতে যদি রক্তপাত হাতে লাগানো ওষুধ পেটে চলে যায়, যা থুতুর সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে

যেসব জিনিসে রোজা মাকরুহ হয় না

১. রোজার খেয়াল নেই এমন অবস্থায় কেউ ভুলে খানা-পিনা করলে এমন কি ভুলে স্ত্রী সহবাস করলে এমনকি ভুলে একাধিক বার করলেও এবং পেট ভরেও আহার করলে রোজা নষ্ট হবে না এবং মাকরূহ হবে না।

২. রোজা অবস্থায় দিনের বেলায় যদি স্বপ্নদোষ হয় এবং গোসল ফরজ হয় তথাপি রোজা মাকরুহ হবে না

৩। দিনের বেলায় সুরমা লাগানো তেল মাথায় দেয়া শরীরের তেল মালিশ করা খুশবু গ্রহণ করা জায়েজ সুরমা লাগাবার পর কাশির মধ্যে যদি সুরমার চিহ্ন দেখা যায় তথাপি রোজা নষ্ট হবে না।

৪. স্ত্রীর সাথে শুয়ে থাকা দেহ জড়িয়ে ধরা চুমা দেয়া সবই জায়েজ। তবে যদি বীর্যপাতের আশঙ্কা হয় অথবা কামউত্তেজনার বশে সহবাসের আশঙ্কা হয় তাহলে এসব মাকরূহ হবে।

৫. থুতু গিলে ফেলা মাকরুহ নয়।

৬. গলার মধ্যে মাছি ঢুকে পড়ল অথবা আপনা আপনি ধুলাবালি বা ধোঁয়া ঢুকলো তাতে রোজা মাখরুহ হবে না। তবে ইচ্ছা করে এসব পেটের মধ্যে গ্রহণ করলে রোজা নষ্ট হবে।

৭. কোন মেয়ে লোকের গুপ্তাংগ দেখার পর যৌন বাসনা মনে জাগ্রত হওয়ার পর বীর্যপাত হলে রোজা মাকরুহ হবে না

৮. কোন পশুর স্ত্রী লিঙ্গ স্পর্শ করার পর যদি বীর্যপাত হয় তবুও রোজা নষ্ট হবে না।

৯. পুরুষের গুপ্তাঙ্গের ছিদ্রে তেল পানি অথবা ওষুধ দেয়া অথবা পিকচারী দিয়ে এসব পৌঁছানো অথবা দিয়শলাই যা সুরমা দানির কাঠি প্রবেশ করানো জায়েজ এবং এতে রোজা মাকরূহ হবে না।

১০. যদি কেউ তার কথার কথা এবং শুকনো কার্ড ভেতরে চলে না যায় তাহলে রোজা নষ্ট হবে না।

১১. কেউ মনে করল যে এখনো রাত আছে এবং স্ত্রী সহবাসে লিখতে হলো অথবা রোজা খেয়াল নাই সহবাস শুরু করল, তারপর হঠাৎ মনে হল যে,

সুবহে সাদেক হয়েছে অথবা রোজার কথা মনে হল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী সহবাস কাছ থেকে বিরত হলে স্ত্রী থেকে পৃথক হওয়ার পরও যদি বীর্যপাত হয় তবুও রোজা নষ্ট হবে না।

এই বীর্যপাত স্বপ্নদোষের বীর্যপাতের মত মনে করা হবে।

১২. কানের ভেতর পানি চলে গেলে অথবা ইচ্ছে করে দিলে রোজা মাকরূহ হবে না।

১৩. দাঁতের মধ্যে খাদ্য, গোশতের টুকরো, অথবা আঁশ অথবা সুপারির টুকরা রয়ে গেল এবং মুখ থেকে বের করে করা হলো না বরঞ্চ সেখান থেকে গিলে ফেলল, এখন পরিমাণ যদি ছোলা থেকে কম হয় তাহলে রোজা নষ্ট হবে না।

১৪. অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ ভরে বমি হলে -কম হোক বেশি হোক তাতে রোজা মাকরুহ হবে না। কিছু পেটের মধ্যে আপনি আপনি ঢুকে পড়লেও রোজা মাকরূহ হবে না।

১৫ রোজা রেখে যেকোনো সময়ে মেসওয়াক করলে তা শুকনো হোক, ভিজা হোক অথবা টাটকা হোক, এমন কি নিমের তাজা মিসওয়াকের তিক্ত স্বাদ অনুভব করলেও রোজা মাকরুহ হবে না।

১৬. অধিক মাত্রা গরমে কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়া, হাতমুখ ধোয়া, গোসল করা, ভেজা কাপড় গায়ে দেওয়া মাকরুহ নয়।

১৭. পান খাওয়ার পর ভালো করে কুল্লি ও গড়গড়া করা হয়েছে কিন্তু থুতুর মধ্যে লাল আভা দেখা যাচ্ছে তাতে রোজা মাকরূহ হবে না।

১৮. ইচ্ছা করে বমি করলে তা যদি সামান্য হয় এবং মুখ ভরে না হয় তাহলে রোজা নষ্ট হবেনা।

১৯. মেসওয়াক করার সময় অথবা আপনা আপনি মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় এবং তা যদি গিলে ফেলা হয় এবং রক্তের পরিমাণ থুতু থেকে কম হয় গলায় রক্তের স্বাদ পাওয়া না যায় তাহলে রোজা নষ্ট হবে না।

রোজা অবস্থায় সাধারণ ইনজেকশন বা টিকা লাগানো বৈধ তবে আমাদের সন বা টিকা লাগানো মাত্র যেগুলো দ্বারা বোঝার কষ্ট দূর হয়ে যায়।

২০. সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি দংশন করলে রোজা মাকরুহ হয় না।

২১. ইনজেকশন এর মাধ্যমে রক্ত বের করলে রোজা নষ্ট হবে না। আর দুর্বলতার আশঙ্কা না থাকলে মাকরূহ হবে না।

২২. রোজা অবস্থায় মাথা বা চোখে ওষুধ দেওয়া মাকরুহ নয়।

২৩. হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ঘ্রান নেওয়া মাকরুহ নয়।

২৪. শরীরে কোন ক্ষতস্থান থেকে পুঁজ বা রক্ত প্রবাহিত হলে বা রক্ত বের করলে রোজা নষ্ট হয় না।
২৫. পানিতে ডুব দেওয়ার পর কানের ভিতর পানি চলে গেলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে পানি দিলে রোজা মাকরুহ হয় না।

সাহরি ও ইফতার

রোজা রাখার উদ্দেশ্যে সুবহে সাদেকের পূর্বে যে খাওয়া-দাওয়া করা হয় তাকে সাহরি বলে। নবী সাঃ সাহরীর ব্যবস্থাপনা করতেন এবং অন্য কেউ সেহরি খাওয়ার তাগিদ করতেন। হযরত আনাস রাদিআল্লাহু বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সাহরি সময় সময় আমাকে বলতেন, আমার রোজা রাখার ইচ্ছা, আমাকে কিছু খেতে দাও। তখন আমি তাকে কিছু খেজুর এবং এক বাটি পানি খেতে দিতাম।
নবী (স:)সাহরীর তাগিদ করতে গিয়ে বলেন সাহরী খেয়ো এজন্য যে, এতে বিরাট বরকত রয়েছে।
দিনের কাজকর্মে এবং এবাদত বন্দেগীতে দুর্বলতা মনে হবে না এবং রোজা সহজ হবে। একবার নবী (স)বলেন দিনের রোজা রাখার জন্য সেহরি খাওয়া দ্বারা সাহায্য নাও এবং রাতের ইবাদতের জন্য কাইলুলুলা দারা সাহায্য নাও।
সেহরি খাওয়ার সুন্নত। মুসলমান এবং ইহুদী-নাছারাদের রোজার মধ্যে পার্থক্য এই যে তারা সাহরি খায় না, মুসলমান খায়, খিদে না হলে কিছু মিষ্টি, অথবা দুধ অথবা পানি খেয়ে নেয়া উচিত এজন্য সেহরি খাওয়ার মধ্যে বিরাট সওয়াব আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন-
সেহরি খাওয়া প্রত্যক্ষ বরকত। সেহরি খেতে খেতে ভুলো,না তা এক চুমুক পানি হোক না কেন। কারন সাহরী যারা খায় তাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন।

সাহরি বিলম্বে করা

সুবহে সাদেক হতে সামান্য বাকি আছে এতটা বিলম্ব করে সেহরি খাওয়া মুস্তাহাব। অনেকে সাবধানতার জন্য অনেক আগে সাহরি খায় এটা ভাল নয়। বিলম্বে খাওয়াতে সওয়াব আছে।

ইফতার তাড়াতাড়ি করা

ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব।

অর্থাৎ সূর্য ডুবে যাওয়ার পর সাবধানতার জন্য বিলম্ব করা মুনাসিব নয়, বরং তৎক্ষণাত ইফতার করা উচিত। এভাবে প্রয়োজনীয় সাবধানতার ফলে তিনি মানসিকতা লোপ পায়। এটা দ্বীনদারী নয় যে, লোক অযথা নিজেদেরকে কষ্টে ফেলবে। বরঞ্চ দিনদারি হচ্ছে এই যে , বিনা বাক্যে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে।

নবী সাঃ বলেন তিনটি বিষয়ে পয়গম্বর সুলভ আচরণের শামিল:

১. সেহরি বিলম্বে খাওয়া।

২. ইফতার তাড়াতাড়ি করা

৩. নামাজে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

হযরত ইবনে আরাবিয়া আফিয়া বলেন, আমরা একবার সফরে নবী সালামের সাথী ছিলাম। তিনি রোজা ছিলেন। যখন সূর্য দৃষ্টি আড়াল হল তখন তিনি একজনকে বলে বললেন, আমার জন্য ছাতু গুলে দাও লোকটি বলল হে রাসূল (স) আর একটু দেরি করুন সন্ধ্যা হয়ে গেলে ভালো হয়। এরশাদ হল সওয়ারি থেকে নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলে দাও। সে আবার বলল ইয়া রাসুলুল্লাহ এখনো দিন আছে বলে মনে হচ্ছে। আবার এরশাদ হল সওয়ারি থেকে নেমে পড়ো এবং আমাদের জন্য ছাতু তৈরি করে দাও। তখন সে নামলো এবং সকলের জন্য ছাতু তৈরি করলো। নবী সাঃ ছাতু খেয়ে বললেন, তোমরা যখন দেখবে যে রাতে কালো ছায়া ওদিক থেকে ছেয়ে আসছে তখন রোজাদারের রোজা খোলা উচিত।

নবী সাঃ বলেন আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ওই বান্দাকে আমার পছন্দ হয়, যে ইফতারে তাড়াতাড়ি করে। অর্থাৎ সূর্য ডুবে যাওয়ার পর কিছুতেই বিলম্ব করো না।

নবী (স) আরো বলেন বলেন লোক ভালো অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতার তাড়াতাড়ি করতে থাকবে।

কোন জিনিস দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব

খেজুর এবং খুরমা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব তা না হলে পানি দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব। নবী সাঃ এসব দিয়ে ইফতার করতেন

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু বলেন মাগরিবের নামাজের পূর্বে কয়েকটি ভেজানো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন তা না হলে খুরমা দিয়ে তাও না হলে কয়েক চুমুক পানি পান করতেন।

এসব জিনিস দিয়ে ইফতার করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম সাহাবায়েকে কেরামকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ রোজা রাখলে খেজুর দিয়ে ইফতার করবে। তা না হলে পানি দিয়ে। আসলে পানি অত্যন্ত পবিত্র।

খেজুরে ছিল আরবের উপাধেয় খাদ্য এবং ধনী গরিব সকলে তা সহজেই লাভ করতো। আর পানি তো সর্বত্র প্রচুর পাওয়া যায়। এসব দিয়ে ইফতার করার জন্য প্রেরণা দেয়ার তাৎপর্য এই যে উম্মত যেন কোন কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সময় মত সহজেই রোজা খুলতে পারে। পানির একটা বৈশিষ্ট্য রাসূল সাল্লাল্লাহু সালাম বলেন যে, তাই এতটা পাক যে তার দ্বারা সবকিছু পাক করা যায়। বাহ্যিক পাক তো অনুভবই করা যায়। তার সাথে রুহানি পবিত্রতাও হয়। রোজাদার যখন আল্লাহর সন্তুষ্টের জন্য সচেতন ঈমানের সাথে সারাদিন তৃষ্ণার্ত থেকেএবং সূর্যাস্তে ঠান্ডা পানি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মধ্যে শুকুর গুজারীর প্রেরণা সৃষ্টি হয় যার দ্বারা তার বাতেন ও আধ্যাত্মিক আলোকিত করার সৌভাগ্য হয়।

কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এবং অন্য কোন জিনিস দিয়ে ইফতার করা তারপর খেলা তাকওয়ার ক্লাব মনে করা তাকওয়ার খেলাপ মনেএকেবারে ভুল এমনি এ ধারণা করাও ভুল যে -লবন দিয়ে ইফতার করা বড় সওয়াবের কাজ।

রোজা সংক্রান্ত আধুনিক মাসায়েল

১. মস্তিষ্ক অপারেশন:

রোজা অবস্থায় মস্তিষ্ক অপারেশন করলে রোজা ভঙ্গ হবে না যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত ওষুধ ব্যবহার করা হয় কেননা মস্তিষ্ক থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন ছিদ্র বা পথ নেই। তাই মস্তিষ্কে কোনো কিছু দিলে তা গলায় পৌঁছে না। পূর্ব যুগে ছিদ্রপথ আছে ধারণা করে এতে রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২ কানে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার:

ড্রপ ঔষধ তেল ও পানি ইত্যাদি দিলে দরজা ভঙ্গ হবে না কারণ কান থেকে গলা পর্যন্ত কোন রাস্তা নেই। আদি যুগের ছিদ্রপথ আছে বলে ধারণা করা হতো বিধায় সে যুগের কিতাবাদীদের রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

৩. চোখে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার:

চোখের সুরমা ও মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হবে না যদিও এগুলা স্বাদ গলায় উপলব্ধি হয় কারণ চোখে কিছু দিলে রোজা না ভাঙ্গার কথা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

৪. নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার:

নাকি রোগ পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ, নাক রোজা ভঙ্গ হবার গ্রহণযোগ্য রাস্তা।নাকে নাকে ড্রপ ইত্যাদি দিলে তা গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৫. অক্সিজেন ব্যবহার:

নাকে অক্সিজেন নিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ অক্সিজেন দেহবিশিষ্ট কোন বস্ত নয়। রোজা ভঙ্গ হতে হলে দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে গ্রহণযোগ্য জায়গায় পৌঁছাতে হয়।

৬. মুখে ওষুধ ব্যবহার:

মুখে কোন ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই তা যতই অল্প হোক

৭. সালবিউটামল, ইনহেলার ব্যবহার:

সালবিউটামল, ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি মুখের ভিতর স্প্রে করা হয়। এতে যে জায়গা শ্বাসরুদ্ধ হয় ওই জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায় ফলে শ্বাস চলাচলে আর কোন কষ্ট থাকে না। ওষুধটি যে শিশিতে যে পরিমাণে থাকে ওই শিশির মুখ একবার টিপলে শিশির আকার ভেদে ওই পরিমাণের

একশত কিংবা দুইশত ভাগের এক ভাগ বেরিয়ে আসে। অতি স্বল্প পরিমাণে গ্যাসের ন্যায় বের হওয়ার কারণে কেউ ওষুধটিকে বাতাস জাতীয় মনে করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এমন নয় বরং ঔষধ টি দেহ বিশিষ্ট। কাঠ ইত্যাদি কোন বস্ততে স্প্রে করলে দেখা যায় যে ওই বস্তুটি ভিজে গেছে। তাই এতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনেককে বলতে শোনা যায় যে ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় তাই এতে রোজা ভঙ্গ হবে না। কথাটি একেবারে হাস্যকর, কেননা কেহ যদি ক্ষুধায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে অতি প্রয়োজনীয় কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে কি অতি প্রয়োজনে খাওয়ার কারণে তার রোজা ভঙ্গ হবে না? অবশ্যই হবে অতি প্রয়োজনের সময় রোজা রোজা ভাঙলে পরবর্তীতে কাজা করা ও এতে গুণাহ না হওয়ার ভিন্ন কথা। আর রোজা ভঙ্গ না হওয়ার ভিন্ন কথা।হা যদি মুখেই স্প্রে করার পর না গিলে থুতু দিয়ে তা বাইরে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। এভাবে কাজ চললে তো বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যাবে এতে শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি রোজাও ভঙ্গ হলো না।

রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহারের নিয়ম:

কোন কোন চিকিৎসক বলেন সেহরিতে এক ডোজ তিন হাজার নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত আর ইনহেলার নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না তাই এভাবে ইনহেলার ব্যবহার করে রোজা রাখা চাই যদি কারো বক্ষব্যাধি এমন জটিল ও মারাত্মক আকার ধারণ করে যে এন হেলান নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না তাদের ক্ষেত্রে শরীয়তে এই সুযোগ রয়েছে যে তারা প্রয়োজন ভেদে ইনহেলার ব্যবহার করবে ও পরবর্তীতে রোজার কাজা করে নেবে। আর কাজা সম্ভব না হলে ফিদিয়া আদায় করবে।

৮. এন্ডোস্কপি:

এন্ডোস্কোপি করালে রোজা ভঙ্গ হবে না। চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছানো হয়। পাইপটির মাথা মাথায় বালব জাতীয় একটি বস্তু থাকে পাইপটির ওপর প্রান্তে থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে এন্ডোসকপি বলে।

সাধারণত এন্ডোসকপিতে নলেওষুধ লাগানো থাকে না তাই এ কারণে রোজা ভঙ্গ হবেনা। যদি নলে বা বাল্বে সাথে কোন ওষুধ লাগানো থাকে তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে

যাবে। তেমনি ভাবে টেস্ট এর প্রয়োজনে কখনো পাইপের ভিতর দিয়ে পানি ছিটানো হয়। এমন করলেও রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে

৯. রক্ত দেয়া ও নেয়া:

রক্ত দিলে অথবা নিলে কোন অবস্থাতেই রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ রক্ত দিলে তার কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে ঢোকেনি, তাই এতে রোজা ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্ন আসে না। আর রক্ত নিলে যদিও তাদের ভেতরে প্রবেশ করে কিন্তু তা রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায় প্রবেশ করে না তেমনি ভাবে গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না বিধায় এতে রোজা ভাঙ্গে না।

১০। এনজিওগ্রাম:

এনজিওগ্রাম করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। হার্টে রক্ত নালী ব্লক হয়ে গেলে উড়ুর গোড়ার দিকে কেটে একটি বিশেষ ধমনীর ভেতর দিয়ে হার্ট পর্যন্ত পৌঁছে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে এনজিওগ্রাম বলে। উক্ত ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো থাকলেও যেহেতু ক্যাথেটারটি রোজা ভঙ্গের কোন গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায় ঢুকে না এবং গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়েও ঢুকে না, তাই এতে রোজা ভঙ্গ হবে না

ইফতার করাবার সওয়াব

অন্যকে ইফতার করানো পছন্দনীয় আমল এবং ইফতার যে করায় তাকেও ততটা সব দেওয়া হয় যতটা দেওয়া হয় রোজাদারকে। তা রোজাদার কে দু লোকমা খানা খাইয়ে দেওয়া হোক অথবা একটা খেজুর দিয়েও ইফতার করানো হোক।

নবী সাঃ বলেন যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে সে রোজাদারের মতোই ছোয়াব পাবে। -(বায়হাকী)

সেহরি ছাড়া রোজা:

রাতে সেহরির জন্য যদি ঘুম না ভাঙ্গে, তবুও রোজা রাখা উচিত

সেহরি খাওয়া না হলে রোজা না রাখা কাপুরুষের কাজ। সেহেরি না খাওয়ার জন্য রোজা ছেড়ে দেওয়া বড় গুনাহের কাজ।

যদি কখনো দেরিতে ঘুম ভাঙ্গে এবং মনে হয় যে রাত বাকি আছে এবং কিছু খানাপিনা করা হলো। তারপর দেখা গেল যে সুবেহ সাদেকের পর খানাপিনা করা হয়েছে। তাহলে এই অবস্থায় যদিও রোজা হবে না, তথাপি রোজাদারের মতোই থাকতে হবে কিছু পানাহার করা যাবে না।
এত বিলম্বে যদি ঘুম ভাঙ্গে যে, সুবেহ সাদেক হওয়ার সন্দেহ হয় তাহলে এমন সময় খানাপিনা মাকরূহ এবং সন্দেহ হওয়ার পর খানা-পিনা গুনাহের কাজ। পরে সত্যি সত্যি জানা গেল যে,সুবেহ সাদেক হয়ে গিয়েছে তাহলে কাজা ওয়াজিব হবে। কিন্তু সন্দেহ যদি থেকে যায় তাহলে কাজা ওয়াজিব হবে না। তবে সতর্কতার জন্য কাজা করবে।

যেসব ওজরের কারণে রোজা না রাখার অনুমতি আছে

যেসব অজুরের কারণে রোজা না রাখার অনুমতি আছে তা হলো দশটি। তার বিবরণ নিম্নরূপ:
১ সফর ২ রোগ ৩ গর্ভধারণ ৪ ক্ষুদা তৃষ্ণার প্রবাল্য ৫ বার্ধক্য দুর্বলতা ৬ জীবননাশের ভয় ৭ জিহাদ ৮ বেহুশ হওয়া ৯ মস্তিষ্ক বিকৃতি ১০ স্তন্যদান।
১ সফর :
শরিয়ত যাবতীয় হুকুমের এর মধ্যে বান্দা ও সহজসাধ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। কোন ব্যাপারেও তাকে বাধা কষ্ট এবং সংকীর্ণতার সম্মুখীন করা হয়নি। বস্তুত কুরআন পাকের রোজা ফরজ হওয়ার বিষয় দিয়ে ঘোষণা করতে গিয়ে মুসাফির ও রোগীর অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং রোজা না রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

شَهْرُ رَمَضَا نَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰ نُ هُدًى لِّلنَّا سِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَا لْفُرْقَا نِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّا مٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"রমাযান মাস- যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকেদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে, কাজেই তোমাদের

মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোযা পালন করে আর যে পীড়িত কিংবা সফরে আছে, সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না যেন তোমরা মেয়াদ পূর্ণ করতে পার, আর তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।"

১ সফর

যে কোন উদ্দেশ্যে হোক না কেন, এবং তার মধ্যে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থাক অথবা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হোক, সকল অবস্থায় মুসাফিরের রোজা না রাখার অনুমতি আছে। অবশ্যই যে সফরে কোন অসুবিধা নেই তাতে রোজা রাখাই মুস্তাহাব যাতে করে রমজানের ফজিলত ও বরকত লাভ করা যায় কিন্তু পেরেশানি ও অসুবিধা হলে রোজা না রাখা ভালো।

যদি রোজার নিয়ত করার পর অথবা রোজা শুরু হয়ে যাওয়ার পর কেউ সফরে রওনা হয়। তাহলে সেদিনের রোজা রাখা জরুরী। কিন্তু রোযা ভেঙ্গে দিলে কাফফারা দিতে হবে না। যদি কোন মুসাফির দুপুরের আগে কোথাও মুকিম হয়ে যায় এবং ওই সময় পর্যন্ত রোজা নষ্ট হয় এমন কোন কাজ সে করেনি তাহলে তার জন্য সেদিন রোজা রাখা জরুরী। কিন্তু রোজা নষ্ট করলে কাফফারা দিতে হবে না। যদি কোন মুসাফির কোন স্থানে ১৫ দিনের কম ইরাদা করুক না কেন, তথাপি তার উচিত যে সে রোজা রাখে এই দিনগুলোতে রোজা না রাখা মাকরূহ। আর যদি ১৫ দিন থাকার ইরাদা করে থাকে করে করে তাহলে তো রোজা না রাখা জায়েজ নয়।

২ রোগ :

যদি রোজা রাখার কারণে কোন রোগ সৃষ্টির আশঙ্কা হয় অথবা এ ধারণা হয় যে, ওষুধ না পাওয়ার কারণে অথবা আহার না পাওয়ার কারণে রোগ বেড়ে যাবে, অথবা যদিও ধারণা হয় যে স্বাস্থ্য বিলম্বের লাভ হবে তাহলে এ অবস্থায় রোজা না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে এমন ধারণা করার সঙ্গত কারণ থাকতে হবে। যেমন কোন নেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক পরামর্শ দেয় অথবা নিজের বার বার অভিজ্ঞতা হয়েছে অথবা প্রবল সম্ভাবনা থাকে। নিছক বা অমূলক ধারণার ভিত্তিতে রোজা না রাখা জায়েজ নয়।

যদি কারো নিজের নিছক এ ধারণা হয় যে সম্ভবত রোজা রাখলে রোগ সৃষ্টি হবে অথবা বেড়ে যাবে যার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, অথবা কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার বা হেকিমের পরামর্শ নেয়া হয়নি এবং রোজা রাখা হলো না তাহলে গুনাহগার হবে এবং তার কাফফারা দিতে হবে।

কোন বেদীন চিকিৎসক, যে শরীয়তের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুভব করে না তার পরামর্শ অনুযায়ী চলা উচিত নয়।

৩ গর্ভ:

যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রবল ধারণা হয় যে রোজা রাখলে তার পেটের সন্তানের ক্ষতি হবে অথবা স্বয়ং তার ক্ষতি হবে, তাহলে তার জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে। যদি রোজার নিয়ত করার পর কোন মেয়ে মানুষ জানতে পারে যে তার গর্ভসঞ্চার হয়েছে এবং তার সুস্পষ্ট ধারণা হয় যে রোজা রাখলে তার ক্ষতি হবে তাহলে তার জন্য এ অনুমতি আছে যে সে রোজা ভেঙে ফেলবে। তারপর কাজা করবে। তার কাফফারা দিতে হবে না।

৪ স্তন্যদান:

রোজা রেখে স্তন্যদানে যদি প্রবল ধারণা হয় যে প্রসুতির ভয়ানক ক্ষতি হবে, যেমন দুধ শুকিয়ে যাবে এবং বাচ্চা ক্ষুধায় ছটফট করবে অথবা তার জীবনেরই আশঙ্কা হয়, তাহলে তার রোজা না রাখার অনুমতি আছে।

ইত্তেকাফ

ক ইত্তেকাফের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে :

১ অবস্থান করা।

২ আটকে রাখা।

৩নিজেকে বন্দী করা।

৪ নির্দিষ্ট সময় বা গণ্ডিতে বাস করা।

৫ মসজিদে অবস্থান করা ইত্যাদি।

খ ইত্তেকাফের পারিভাষিক অর্থ:

১ আল্লামা আবুল হোসেন কুদুরি রহমতুল্লাহ বলেন, রোজাদারের নিয়ত সহকারে মসজিদে অবস্থান করাকে ইত্তেকাফ বলে।

২ আল্লামা জুরজানি রাহমাতুল্লাহ বলেছেন, রোজাদারের নিয়ত সহকারে জামে মসজিদে অবস্থান করাকে ইত্তেকাফ বলে।

৩ কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর নৈকট অর্জনের নিয়তে ঘন্টা কাল বা নিদিষ্ট সময়ের জন্য মসজিদে অবস্থান করাকে ইত্তেকাফ বলা হয়।

ইত্তেকাফের প্রকারভেদ:

১ওয়াজিব : যদি কেউ ইতিকাফ করার মান্নত করে তাহলে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

২ সুন্নতে মুয়াক্কাদা : রমজানের শেষ ১০ দিনে ইত্তেফাক করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া অর্থাৎ দুই-একজন করলে মহল্লার বাকিরা দায়মুক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে উল্লেখিত দুই প্রকার ইতিকাফের জন্য রোজা শর্ত।

৩ মুস্তাহাব উল্লেখিত ১০ দিন ব্যতীত বছরের যে কোন সময়ে ইতিকাফ করা মুস্তাহাব। চাই তা রমজান হউক বা রমজানের বাইরে হোক। মোস্তাহাব বা নফল ইতিকাফের জন্য কোন দিন বা সময় এ পরিমাপ নেই এবং রোজা রাখাও শর্ত নয়। অল্প সল্প সময়ের জন্য তা হতে পারে। এ জন্য যে কোনো সময় মসজিদেপ্রবেশ করা হয় তাহলে মসজিদে অবস্থানকালীন নামাজ, জিকির, কোরআন তেলাওয়াত যা করা হোক তার সব তো পাওয়া যাবে সাথে সাথে ইতিকাফের সওয়াব পাওয়া যাবে।

সুন্নত ও ওয়াজিব ইত্তেকাফকারীর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যথা-

১ মুসলমান হতে হবে সুতরাং কাফেরের ইতিকা গ্রহণযোগ্য নয়।

২ আকেল ও বালেগ হতে হবে সুতরাং পাগল ও নাবালেগের ইত্তেকাফ গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে বুজ মান নাবালেগের ইতিকাফ সহি হবে হবে। ৩ নিয়ত থাকতে হবে। নিয়ত ছাড়া মসজিদে অবস্থান দ্বারা ইত্তিকা আদায় হবে না।

৪ পুরুষের ইত্তেকাফ শুদ্ধ হবার জন্য এমন মসজিদে ইত্তেকাফ করতে হবে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় হয়। সুতরাং বিরান মসজিদে একাকী ইত্তেকাফ শুদ্ধ হবে না।

৫ এতেকাফ কাজের জন্য রোজা রাখা আবশ্যক সুতরাং রোজা ছাড়া ইতিকাফ শুদ্ধ হবে না।

৬ ইতিকাফকারীর জন্য গোসল ফরজ হওয়া অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতে হবে যদি গোসল ফরজ হয়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ গোসল করে নিতে হবে নারীদের জন্য হায়েজ ও নিফাঁস থেকে মুক্ত থাকতে হবে সুতরাং গোসল খরচ থাকা অবস্থায় ইতিকাফ শুদ্ধ হবে না।

ইত্তিকাফ মসজিদে হওয়া আবশ্যক

ইতিকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মসজিদ শর্ত। সাহেবায়ে কেরামের মতে প্রত্যেক মসজিদে ইতিকাফ বিশুদ্ধ, তবে ফাতোয়ায়ে কাজি খানে বর্ণিত আছে, যে মসজিদে নিয়মিত আযান ইকামত ও জামাত হয় তাতে ইতিকাফ বিশুদ্ধ। আর মহিলাদের জন্য গৃহের কর্নারে পর্দা টানিয়ে নির্দিষ্ট করে নিয়ে তথা ইথিকাফ করতে হবে।

ইত্তিকাফকারীর জন্য শরীয়তের বিধানবলী:

১ পুরুষরা মসজিদে এবং মহিলা নিজ বাসস্থানে নির্দিষ্ট কক্ষে ইতিকাফ করবে।
২ সুন্নত ইত্তিকাফকারী রমজানের ২০ তারিখে মাগরিবের পূর্বে মসজিদে বা নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করবে এবং সাওয়ালের চাঁদ দেখে বের হয়ে আসবে।
৩ ইত্তিকাফ অবস্থায় সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য বাইরে যেতে পারবে।
৪ পার্থিব কাজকর্ম ত্যাগ করে এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকবে বিশেষ প্রয়োজনে পণ্য দ্রব্য মসজিদের বাইরে রেখে ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে।

নারীদের ইত্তিকাফ:

মহিলারা ঘরে ইতিকাফ করবে এজন্য তারা ঘরে নির্দিষ্ট কোন স্থানকে বেছে নিবে। মহিলাদের জন্য মসজিদে ইত্তেফাক করা জায়েজ নাই। ইত্তেকাফকারী নারীর স্বামী কাছে থাকলে ইত্তেকাফের জন্য তার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। স্বামীর খেদমতের প্রয়োজন থাকলে ইত্তেকাফে বসবে না। শিশু তত্ত্বাবধন ও যুবতী কন্যার প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন থাকলে ইতিকাফে না বসা সমীচীন। নির্দিষ্ট কোন কামরা বা ঘরের কোণে এক নির্দিষ্ট স্থানে পর্দা ঘিরে ইতিকাফ করবে মহিলাদের জন্য মাসায়েল পুরুষদের মতই।

ইত্তিকাফ কারী নারীর জন্য খাবার পৌঁছে দেয়ার লোক না থাকলে খাবার আনার জন্য বাইরে যেতে পারবেন। পানাহার ইতিকাফের জায়গায় করতে হবে বাইরে করা যাবে না। ইত্তেকাফের জায়গায় থেকে অন্যদের সংসারের কাজের ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া যাবে। বাইরে যাওয়া যাবে না। রান্নাবান্নার লোক না থাকলে ইত্তিকাফের স্থান থেকে রান্নাবান্নার কাজ সম্ভব হলে করা যাবে।

ইত্তিকাফ ভঙ্গের কারণসমূহ:

১ স্ত্রী সহবাস করলে ইতিকাফ ফাসেদ হয়ে যায় তাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক। সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ যেমন চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদি কারণে বীর্যপাত হলে ইত্তেকাফ ফ্যাসাদ হয়ে যায়। চুম্বন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত না হলে ইতিকাফ বাতিল হয় না তবে ইত্তিকাফের অবস্থায় তা করা হারাম।

২

ইতিকাফের স্থান থেকে শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হলে ইতিকাফ ফাসেদ হয়ে যায়। শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন হলে মসজিদের বাইরে যাওয়া যায়। যেমন সে মসজিদে জুমার জামাত না হলে জুমার নামাজের জন্য অন্য জামে মসজিদে যাওয়া ফরজ বা সুন্নত গোসলের জন্য বের হওয়া ইত্যাদি আর স্বাভাবিক প্রয়োজনে বের হওয়া যায়। যেমন পেশাব পায়খানার জন্য বের হওয়া, খাদ্যদ্রব্য এনে দেওয়ার লোক না থাকলে তা আনার জন্য বের হওয়া। মসজিদের ভেতর অজুর পানি ব্যবস্থা না থাকলে এবং পানি দেওয়ার কেউ না থাকলে ওযুর পানির জন্য বাইরে যাওয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :উল্লেখিত দুটি কারণে ইত্তেফাক নষ্ট হয়ে যায় এবং কাজা করতে হয়। দিনের ইতিকাফের মান্নত করলে রাতেও শামিল হবে কোন ব্যক্তি কয়েকদিনের ইত্তেকাফের মানত করলে ওই দিনগুলোর রাতেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তেমনভাবে কয়েক রাতের ইত্তিক কাফের মান্নত করল সে রাতগুলোর দিনেও অন্তর্ভুক্ত হবে আর রোজার জন্য দিন শর্ত আর দিন বললে তাতে রাতওশামিল হয়।

কোন কোন কারনে ইতিকাফকারী মসজিদ হতে বের হতে পারবে:

১ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যেমন পায়খানা পেশাব, জানাবাতের গোসল এবং খাবার আনায়নকারী না থাকলে খাবার আনা ইত্যাদি।

২ শরয়ী প্রয়োজনে যেমন যে, মসজিদে ইতিকাফ করছে তাতে যদি জুম্মা পড়া না হয় তাহলে জুম্মা পরার উদ্দেশ্যে বাইরে যেতে পারবে।

ইত্তিকাফের মাকরুহ:

১ ইতিকাফ অবস্থায় চুপ থাকলে সওয়াব হয় এই মনে করে চুপ থাকা। মাকরুহে তাহরীমী।

২ বিনা জরুরতে দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরূহে তাহরীমী। যেমন ক্রয় বিক্রয় করা ইত্যাদি তবে নেহায়েত জরুরত হলে যেমন ঘরে খোরাকি নেই এবং সে ব্যতীত কোন বিশ্বস্ত লোকও নেই এরূপ অবস্থায় মসজিদের মালপত্র উপস্থিত না করে কেনাবেচার চুক্তি করতে পারে।

ইত্তিকাফের আদব:

ইত্তিকাফে বসে নেক কথা ব্যতীত অন্য কথা না বলা। বেকার বসে না থেকে নফল নামাজ তেলাওয়াত জিকির আজকারে মশগুল থাকা উত্তম। ইতিকাফে খাস কোন এবাদত শর্ত করা হয়নি, যে কোন নফল নামাজ, জিকির, তেলাওয়াত দ্বীনি কিতাব পড়া বা পড়ানো বা যেগুলো এবাদত মনে করতে মনে চায় করতেপারে।

নাম মো: মশিউর রহমান
রোল ২২৭০১২০২৫

রেফারেন্স

রোজার গুরুত্ব ফজিলত আইওএম এর মডিউল থেকে নেওয়া, আসান ফেকাহ থেকে নেওয়া, মাসিক আল কাউসার থেকে নেওয়া।